কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... 2 ...

এমবিবিএস ভর্তিতে অনিয়ম ১১০০ শিক্ষার্থী বিপাকে

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে (ইউএসটিসি) এমবিবিএস (ব্যাচেলর অব মেডিসিন, ব্যাচেলর অব সার্জারি) কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। আর এই অনিয়মের কারণে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিবন্ধন পাননি তিনটি ব্যাচের প্রায় এক হাজার ১০০ শিক্ষার্থী।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বিপাকে পড়া এসব শিক্ষার্থী অন্তত এক সপ্তাহ ধরে নিবন্ধনের দাবিতে আন্দোলন করছেন। এর মধ্যে একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষা আসন্ন। কিন্তু তাঁরা পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

বিএমডিসি বলছে, ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে সরকার নির্ধারিত আসনের বাইরে অতিরিক্ত অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। সে কারণে তাঁদের নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। তবে ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগের বিষয়টি অস্বীকার করেছে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদের অধীনে এমবিবিএস কোর্সে সরকার নির্ধারিত আসনের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় ২৫, ২৬ ও ২৭তম ব্যাচে। এমবিবিএস কোর্সে প্রতি বছর ১৫০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমোদন ছিল ইউএসটিসির। কিন্তু তা না মেনেই ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে যথাক্রমে ২৫, ২৬ ও ২৭তম ব্যাচে ভর্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ৪১২, ৪২৬ ও ২৫৪ জন শিক্ষার্থী। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিএমডিসির নিয়ম না মেনেই অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

এ ছাড়া দেশের সব মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস, বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় জাতীয় মেধা স্কোরের ভিত্তিতে। কিন্তু ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ সেই নিয়ম না মেনে নিজেরাই ওই তিনটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছামতো শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

কিন্তু এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই। যথাযথ নিয়ম মেনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এখন যে নীতিমালার কথা বলা হচ্ছে তখন ভর্তিতে এই নীতিমালা ছিল না। ২০১৪ সালে বিএমডিসি ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যে নীতিমালা ও ছয়টি শর্ত দেওয়া হয়েছে তা আমরা পূরণ করেছি।' এসব ব্যাচের আগে-পরের ব্যাচগুলোর শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিএমডিসির রেজিস্ট্রার ডা. মো. জাহিদুল হক বসুনিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, ২৫, ২৬ ও ২৭তম ব্যাচে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার কারণে এ তিনটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বললে তাঁরা নিবন্ধন করবেন।

ডা. জাহিদুল হক আরো বলেন, ২৮তম ব্যাচ থেকে ইউএসটিসিকে ৭৫ জন করে ভর্তি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সেটা না মেনে ১৫০ জন ভর্তি করেছে। বিএমডিসি ৭৫ জনই নিবন্ধন করেছে, বাকিদের করেনি।

ইউএসটিসি সূত্রে জানা গেছে, এমবিবিএস কোর্সের ২৫তম ব্যাচের চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা আগামী ২৩ জানুয়ারি। গত শনিবার ২৬তম ব্যাচের দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তাঁরা পরীক্ষা দেননি। এই দুই ব্যাচ শিক্ষার্থীরা নিবন্ধনের দাবিতে গত ৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্মারকলিপি দিয়েছেন। ১০ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ, চিকিৎসা অনুষদ, ইংরেজি ও বায়োকেমিস্ট্রি অনুষদের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। ১১ জানুয়ারি ও ১২ জানুয়ারি দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ইউএসটিসির সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এরপর তিন দিন ধরে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। তবে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ না করলেও সকাল থেকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। এতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে জানা গেছে।

আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী গতকাল বিকেলে জানান, যতক্ষণ পর্যন্ত বিএমডিসি থেকে ২৫, ২৬ ও ২৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন দেওয়া হবে না ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে পাস করার পরও ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি মিলবে না তাঁদের। কারণ বিএমডিসি তাঁদের নিবন্ধন দেয়নি। এ কারণে এসব শিক্ষার্থী চরম বিপাকে পড়েছেন।

বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়সল ইকবাল চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করে অপরাধ করলে করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বিএমডিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।'

ওই তিনটি ব্যাচের প্রায় এক হাজার ১০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীই বিদেশি। এর মধ্যে ১৯৫ জন ভারতীয়। নিবন্ধন নিয়ে শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের প্রভাবশালী একাধিক মন্ত্রীও দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে তাদের রেজিস্ট্রেশনের দাবিতে। বিষয়টি আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিএমডিসি ও বিএমএকে অবহিত করেছি। শিক্ষার্থীরা দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে বলে আমরা আশা করছি। বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে।'